closeup

কাছে আসার সাহসী গল্প

অপেক্ষা, অনিশ্চয়তা কিংবা সবার বিরুদ্ধে যাওয়া অনেক কঠিন। তবু মাঝে মাঝে

ভালোবাসা হয়ে ওঠে বেপরোয়া। কারণ শুধু একটাই,

কাছে আসার সাহস!

Unilever

ভালোবাসার পথ কখনোই সহজ হয়না। কোন না কোন বাধা এসে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। ভালোবাসার মানুষটিকে কাছে পেতে তাই পেরোতে হয় নানা বাধা-বিপত্তি, কিংবা যেতে হয় সবার বিরুদ্ধে! তবে ভালোবাসার মজাটা কিন্তু এখানেই। কারণ, বাধার দেয়ালগুলো ভাঙতেই ভালোবাসা হয়ে ওঠে বেপরোয়া। ভালোবাসার টানে দু'জনের উপর ভর করে 'কাছে আসার সাহস'। তৈরি হয় কিছু কাছে আসার সাহসী গল্প!

কাছে আসার সেইসব সাহসী গল্প নিয়ে ভ্যালেন্টাইনস ডে উপলক্ষে গত ১ জানুয়ারি, ২০১৫ থেকে শুরু হয়েছিল 'ক্লোজআপ কাছে আসার সাহসী গল্প'। ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ওরাল কেয়ার ব্র্যান্ড ক্লোজআপ এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো কাছে আসার গল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এবার ক্যাম্পেইনের নাম কিছুটা বদলে 'কাছে আসার সাহসী গল্প' করা হয়েছে। ভালোবাসাকে পূর্ণতা দিতে যেসব সাহসী এবং বেপরোয়া ঘটনা দু'জন মানুষকে একে অন্যের কাছে আনে, সেই গল্পগুলোই আহ্বান করা হয়েছে এই প্রতিযোগিতায়। প্রতিবারের মতো এবারো নির্বাচিত সেরা ৩ গল্প নিয়ে নির্মিত হবে ভালোবাসা দিবসের ৩ নাটক। নাটক তিনটি পরিচালনা করবেন দেশের স্বনামধন্য তরুণ পরিচালক শাফায়েত মনসুর রানা, গোলাম কিবরিয়া এবং ইমরাউল রাফাত। নাটকগুলো উপভোগ করতে ভ্যালেন্টাইনস ডে'তে চোখ রাখুন ক্যাম্পেইনটির মিডিয়া পার্টনার BANGLA VISION চ্যানেলের পর্দায়।

ক্যাম্পেইন শুরুর সাথে সাথেই সাড়া পড়ে যায় দেশজুড়ে। অসংখ্য কাছে আসার সাহসী গল্পে ভরে যায় পোস্ট অফিস আর মেইলের ইনবক্স। গত ২০ জানুয়ারি, ২০১৫ ছিলো গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ। এখন চলছে সেরা ৩ গল্প নির্বাচন প্রক্রিয়া। এত এত ভালো গল্পের মধ্যে ঠিক কোন ৩টি সেরা বলে নির্বাচন করবেন তা ঠিক করতে বিচারকরা রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন!

ক্যাম্পেইনকে সফল করতে 'গায়ে হলুদ' এবং 'পুলিশ স্টেশন' নামে ২টি ডিজিটাল ভিডিও তৈরি করা হয়েছিল। ভিডিও দুটি ফেসবুক এবং বিভিন্ন ডিজিটাল মিডিয়ায় পেয়েছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা! ফেসবুকে ক্লোজআপ বাংলাদেশের অফিসিয়াল পেইজটিতে বেড়ে গেছে তরুণদের এনগেজমেন্ট। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ফ্যান-ফলোয়ারদের প্রতিটি লাইক আর কমেন্টে।

ভালোবাসে জিসানকে আর বিয়ে করবে অন্যকাউকে! তা কি করে হয়! তাই, গায়ে হলুদের দিন ঘর ছাড়লো আনিকা। সোজা জিসানের বাসায়। তার বাঘের মতো রাগী মায়ের সামনে দিয়ে গটগট করে চলে গেলো জিসানের রুমে। তারপর? তারপর থেকে দু'জন আছে একসাথে। সারাজীবনের জন্য।

মিথিলা, ইভান। দু'জন দু'জনকে হারাতে চায় না কিছুতেই! কিন্তু জাঁদরেল পুলিশ অফিসার মিথিলার বাবা কখনই মেনে নেবে না ইভানকে। তাই বলে কি ভেঙে যাবে মিথিলা-ইভানের কাছে আসার স্বপ্ন, কখনোই না!
একদিন অদম্য সাহসে ভর করে পুলিশ স্টেশনে হাজির হয় ইভান! মিথিলার পুলিশ অফিসার বাবাকে সেখানেই জানিয়ে দেয় তার ভালোবাসার কথা।

আপনাদের পাঠানো অজস্র কাছে আসার সাহসী গল্প পেয়ে আমরা অভিভূত। অসম্ভব সুন্দর লেখনীতে গল্পগুলো পাঠানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেরা ৩ গল্প নিয়ে নির্মিত নাটকের পেছনের গল্প, বিশেষ মুহূর্তসহ ক্যাম্পেইনটির অন্যান্য আপডেট জানতে ভিজিট করুন: /closeupbangladesh